শুদ্ধিকরণ ২৮

ভাষার বিশুদ্ধ ও সঠিক ব্যবহারের ওপর ভাষার প্রকৃত সৌন্দর্য নির্ভর করে। বক্তব্যের মধ্যে যত ভাবব্যঞ্জনা থাকুক না কেন তা যদি ভাষাগত দিক থেকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা না যায় তাহলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়—তা শ্রোতা বা পাঠকের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় বিবেচিত হতে পারবে না। তাই ভাষার সৌন্দর্যের সঙ্গে ভুলভ্রান্তিহীনতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

যে কোনও বক্তব্যের দুটি দিক থাকে—১। বক্তব্য বিষয় ও ২। প্রকাশভঙ্গি বা ভাষা। লেখা পড়ে পাঠক যেমন বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা করে, তেমনি প্রকাশভঙ্গি বা ভাষার কোনও ত্রুটি থাকলে তাও তার চোখে পড়ে। লেখায় বক্তব্য বিষয় যেমন যথাযথ বর্ণিত হবে, তেমনি তার ভাষায় থাকবে নির্ভুলতা। ভাষা বিশুদ্ধ না হলে সুন্দর বক্তব্যও মাঠে মারা যায়। কোনও লেখায় খুব সুন্দর একটা বক্তব্য পরিবেশিত হল। কিন্তু বানান ভুল, সাধু ও চলতি রীতির মিশ্রণ, বাক্যে পদস্থাপনে ত্রুটি, উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে ব্যর্থতা—এসব থাকলে সে লেখা কখনই পাঠককে তৃপ্ত করতে পারবে না। তাই ভাষার নির্ভুলতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ভাষার নির্ভুল বা বিশুদ্ধ ব্যবহারের জন্য ব্যাকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ব্যাকরণের জ্ঞান যথার্থ হলে বলা বা লেখার ভাষায় ভুল-ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে না। শুধু ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করলেই চলে না। লেখার সময় ভাষার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়। সাধারণত ভাষায় যেসব ত্রুটি দেখা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হল।

১। **বানানের ভুল ঃ** বানানের সঠিক নিয়ম না জানার জন্য বানানের ভুল হয়ে থাকে। কোন শব্দের বানান কি রকম তা পাঠ গ্রহণের একেবারে শুরু থেকেই মনে রাখতে হয়। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বানান শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নিয়মিত চর্চা না থাকায় জানা বানানও অনেক সময় মনে থাকে না। বানানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় অনেকে ভুল বানানে লেখে। সে সব ভুল বানানের লেখা পড়ে পড়ে পাঠকের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বানানের রূপ সঠিকভাবে মনে রাখাই হবে কর্তব্য। 'সবিশেষ' শব্দের কোন শ কোনখানে বসবে তা মনে রেখেই প্রয়োগ করতে হবে। শব্দের বানান সঠিক রাখতে হলে ণত্ব ও ষত্ব বিধান জানতে হবে ; সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, উপসর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ন বা ণ কোথায় বসে সে নিযম আছে ণত্ব বিধানে। শ, ষ, স কোনখানে বসবে তা নির্দেশিত হয়েছে ষত্ব বিধানে। এ দুটি নিয়ম জানা থাকলে ণ বা ষ ব্যবহারের ভুলের সমস্যা থাকে না। আবার শব্দ গঠন করে সন্ধি। তখন বর্ণের পরিবর্তন ঘটে। সন্ধিতে কিভাবে বর্ণের পরিবর্তন ঘটে তা জানতে হবে। তেমনি সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠনকালে বা প্রত্যয় উপসর্গযোগে শব্দ গঠিত হলে বানানে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটে তা মনে রাখতে হবে। স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরির বেলায়ও শব্দের বানানের পরিবর্তন ঘটে। বহুবচন করার সময়ও বানানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। এসব নিয়ম মনে রাখতে পারলে বানান শুদ্ধ করা কঠিন বিবেচিত হয় না। শব্দের স্বাভাবিক বানানের রূপটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

২। **পদের ভুল ঃ** বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলোই পদ। কোন পদ কোথায় বসে তা জানতে হবে। পদ স্থাপনের বিশেষ নিয়ম জানা থাকতে হবে—পদ এলোমেলো ব্যবহার করলে চলে না। পদের অর্থ বা ব্যঞ্জনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সমোচ্চারিত ও প্রায় সমোচ্চারিত পদের অর্থপার্থক্য জানা থাকা দরকার। তেমনি বাগধারার সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।

৩। **ভাষা রীতির ভুল ঃ** বাংলা গদ্যে দুটি ভাষা রীতির ব্যবহার আছে। একটি সাধু রীতি, অপরটি চলতি রীতি। আজকালকার দিনে সাধু রীতির ব্যবহার খুব কমে গেছে, অপরদিকে চলতি রীতির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এই দুই রীতি যদি একসঙ্গে মিশে যায় তবে তা দোষেব বলে বিবেচিত হয়। সাধু ও চলতি রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এবং লেখার সময় যেন মিশে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অশুদ্ধ প্রয়োগ

বাংলা ভাষায় এমন কিছু প্রয়োগ চলে এসেছে যা ব্যাকরণের দিক থেকে অশুদ্ধ। বহু দিন ধরে ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলোকে আর ভুল বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয় না। এ ধরনের ব্যবহৃত শব্দের শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রূপ উল্লেখ করা হল।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**	**অশুদ্ধ**	**শুদ্ধ**
অজানিত	অজ্ঞাত	অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান
অধীনস্থ	অধীন	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত
অজাগর	অজগর	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
অনুবাদিত	অনূদিত	ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গী	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
অনাথিনী	অনাথা	উচিৎ	উচিত
অশ্রুজল	অশ্রু	উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	উপরোক্ত	উপর্যুক্ত
একত্রিত	একত্র	মহারথী	মহারথ
ঐক্যতান	ঐকতান	মহিমাময়	মহিমময়
কেবলমাত্র	কেবল	মূহ্যমান	মোহ্মান বা মুহ্যমান
ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণমান	মহারাজা	মহারাজ
চলমান	চলিষ্ণু	যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ
চলৎশক্তি	চলনশক্তি	রজকিনী	রজকী
জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে	রূপসী	রূপবতী
নিন্দুক	নিন্দক	সক্ষম	ক্ষম
ননদিনী	ননদ	সকাতরে	কাতরভাবে
নির্ধনী	নির্ধন	সচল	চল
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	সম্ভব	সম্ভবপর
নিঃশেষিত	নিঃশেষ	সৃজন	সৃষ্টি
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা	সততা	সাধুতা
পথশ্রান্তি	পথশ্রান্ত	সাবধানী	সাবধান
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	সুরভিত	সুরভি
বিধর্মী	বিধর্ম	স্বাধিকার	অধিকার
বাহ্যিক	বাহ্য	সাধ্যাতীত	সাধনাতীত

অশুদ্ধি সংশোধনের নমুনা

অশুদ্ধ ঃ শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। এ ছেলে প্রথম বিভাগে পাশ করিল কিভাবে ? চিঠিতে ব্যাথা, মনযোগ, সন্মান, মুহুর্ত, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি বানান অশুদ্ধ। আজকাল লেখাপড়ার যে কি অবস্থা হইয়াছে, এ থেকেই বুঝা যায়।

শুদ্ধ ঃ শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন। এ ছেলে প্রথম বিভাগে পাশ করল কিভাবে ? চিঠিতে ব্যথা, মনোযোগ, সম্মান, মুহূর্ত, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বানান অশুদ্ধ। আজকাল লেখাপড়ার যে কি অবস্থা হয়েছে এ থেকেই বোঝা যায়।

অশুদ্ধ ঃ তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।

অশুদ্ধ ঃ তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।

অশুদ্ধ ঃ ইহার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ ঃ এর আবশ্যকতা নেই। অথবা, ইহার আবশ্যকতা নাই।

অশুদ্ধ ঃ অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতুহল ভাল নয়।
শুদ্ধ ঃ অনাবশ্যক ব্যাপাবে কৌতূহল ভাল নয়।

অশুদ্ধ ঃ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সভায় উপস্থিত ছিল।

অশুদ্ধ ঃ সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।
শুদ্ধ ঃ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য। সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তই কাম্য।

অশুদ্ধ ঃ কাব্যটিব ভাষায় দৈন্যতা আছে।
শুদ্ধ ঃ কাব্যটির ভাষায় দীনতা আছে। কাব্যটির ভাষায় দৈন্য আছে।

অশুদ্ধ ঃ সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষী।
শুদ্ধ ঃ সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অশুদ্ধ ঃ বেলালের ব্যবহারে মাধুর্যতা নাই।
শুদ্ধ ঃ বেলালের ব্যবহারে মাধুর্য নেই।
বেলালের ব্যবহাবে মধুবতা নেই।

অশুদ্ধ ঃ অঙ্ক কষিতে ভূল করিও না।
শুদ্ধ ঃ অঙ্ক ভুল করো না।
অঙ্ক ভুল করিও না।

অশুদ্ধ ঃ দৈন্যতা প্রশংসনীয নয়।
শুদ্ধ ঃ দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।

অশুদ্ধ ঃ এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।
শুদ্ধ ঃ এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।

অশুদ্ধ ঃ উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
শুদ্ধ ঃ উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

অশুদ্ধ ঃ সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।
শুদ্ধ ঃ সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্য ছাত্র।

অশুদ্ধ ঃ নূতন নূতন ছেলেগুলি স্কুলে বড় উৎপাত করছে।
শুদ্ধ ঃ নতুন ছেলেগুলো স্কুলে বড় উৎপাত করছে।

অশুদ্ধ ঃ আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
শুদ্ধ ঃ আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।

অশুদ্ধ ঃ সৎ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।
শুদ্ধ ঃ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।
সৎ চরিত্রের লোক সকলের প্রিয়।

অশুদ্ধ ঃ তাকে কলেজে যাইতে হবে।
শুদ্ধ ঃ তাকে কলেজে যেতে হবে
তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।

অশুদ্ধ ঃ কলেজের সকল ছাত্রগণ পাঠে মনযোগী নহে।
শুদ্ধ ঃ কলেজের সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী নয়।

অশুদ্ধ ঃ বাংলাদেশ ছাত্রগণ অধ্যয়ণ ছাড়িয়া রাজনীতি করছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সকল বিদ্যালয়সমূহ অংশ নিয়া থাকে। সে যদ্যপিও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, তবুও কথোপকথনের তাল ঠিক রাখতে পারে না। সৎ চরিত্রবান লোকই বিপদগ্রস্তদের সহায়।

শুদ্ধ ঃ বাংলাদেশে ছাত্ররা অধ্যয়ন ছেড়ে রাজনীতি করছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সকল বিদ্যালয় অংশ নিয়ে থাকে। সে যদিও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে তবু কথোপকথনের তাল ঠিক রাখতে পারে না। চরিত্রবান লোকই বিপদগ্রস্তদের সহায়।

অশুদ্ধ ঃ	ত্যজ্য	**অশুদ্ধ ঃ**	ঘণিষ্ঠ
শুদ্ধ ঃ	ত্যাজ্য	**শুদ্ধ ঃ**	ঘনিষ্ট
অশুদ্ধ ঃ	পরাস্থ্	**অশুদ্ধ ঃ**	অজাগর
শুদ্ধ ঃ	পরাস্ত	**শুদ্ধ ঃ**	অজগর
অশুদ্ধ ঃ	তিরষ্কার	**অশুদ্ধ ঃ**	ভৌগলিক
শুদ্ধ ঃ	তিরস্কার	**শুদ্ধ ঃ**	ভৌগোলিক
অশুদ্ধ ঃ	রূপবাণ	**অশুদ্ধ ঃ**	মুহূঃমুহূ
শুদ্ধ ঃ	রূপবান	**শুদ্ধ ঃ**	মুহুর্মুহু
অশুদ্ধ ঃ	ব্যার্থ	**অশুদ্ধ ঃ**	উচিৎ
শুদ্ধ ঃ	ব্যর্থ	**শুদ্ধ ঃ**	উচিত

অশুদ্ধ ঃ আজ হইতে কলেজের বার্ষীক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হইবে। কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও প্রত্যেক শিক্ষকগণ ইহাতে উপস্থিত থাকবেন। শেষদিন পুরষ্কার বিতরণী করা হবে।

শুদ্ধ ঃ আজ থেকে কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ শুরু হচ্ছে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। কলেজের সকল ছাত্রছাত্রী ও প্রত্যেক শিক্ষক এতে উপস্থিত থাকবেন। শেষদিন পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

অশুদ্ধ ঃ সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনযোগী নহে।
শুদ্ধ ঃ সমস্ত ছাত্র পড়াশোনায় অমনোযোগী নয়।

অশুদ্ধ ঃ উন্নতশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক।
শুদ্ধ ঃ উন্নতিশীল রাষ্ট্রের নাগরিকগণের পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক।

অশুদ্ধ ঃ ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্বের লক্ষণ।
শুদ্ধ ঃ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।

অশুদ্ধ ঃ পারস্পরিক নিন্দায় কেহ উন্নত লাভ করিতে পারে না।
শুদ্ধ ঃ পরস্পর নিন্দায় কেউ উন্নতি লাভ করতে পারে না।

অশুদ্ধ ঃ নিয়ম অমান্যের জন্য তোমার শাস্তি হইতে পারে।
শুদ্ধ ঃ নিয়ম না মানার জন্য তোমার শাস্তি হতে পারে।

অশুদ্ধ ঃ পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছেন।
শুদ্ধ ঃ পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত বা ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

অশুদ্ধ ঃ পরপকার মনুষত্বেরই পরিচায়ক।
শুদ্ধ ঃ পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অশুদ্ধ ঃ এই লেখাটি ভাবগভীর, তবে ভাষায় দৈন্যতা রহিয়াছে।
শুদ্ধ ঃ এই লেখা ভাবগম্ভীর, তবে ভাষায় দীনতা রয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ জাতিকে সমৃদ্ধশালী করিতে হইলে পরিশ্রম করিতে হইবে।
শুদ্ধ ঃ জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করতে হলে পরিশ্রম করতে হবে।

অশুদ্ধ ঃ ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতের সংখ্যা কম।
শুদ্ধ ঃ ছাত্রীদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।

অশুদ্ধ ঃ আপনি আমার স্বপক্ষে না বিপক্ষে ?
শুদ্ধ ঃ আপনি আমার পক্ষে না বিপক্ষে ?

অশুদ্ধ ঃ পৃথিবীতে দুর্জন অপেক্ষা সর্জনের সংখ্যাই বেশী।
শুদ্ধ ঃ পৃথিবীতে দুর্জন অপেক্ষা সুজনের সংখ্যাই বেশি।

অশুদ্ধ ঃ ইহা তার চরিত্রের দুরপণীয় কলঙ্ক।
শুদ্ধ ঃ এ তার চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক।

অশুদ্ধ ঃ তাঁহার সবিনীত ব্যবহারে সবাই সন্তুষ্ট।
শুদ্ধ ঃ তাঁর বিনীত ব্যবহারে সবাই সন্তুষ্ট।

অশুদ্ধ ঃ বিচারালয়ে বে আদবী অশোভনীয়।
শুদ্ধ ঃ বিচারালয়ে বেয়াদবি অশোভন।

অশুদ্ধ ঃ তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।
শুদ্ধ ঃ তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।

অশুদ্ধ ঃ কবিতাটির উৎকর্ষতা সহজেই অনুভব করা যায়।
শুদ্ধ ঃ কবিতাটির উৎকর্ষ সহজেই অনুভব করা যায়।

অশুদ্ধ ঃ তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়োছেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি সস্ত্রীক নিউমার্কেট গেছেন।

অশুদ্ধ ঃ আমার পক্ষে এ কাজে হাত দেওয়ায় কোন স্বার্থকতা নাই।
শুদ্ধ ঃ আমার পক্ষে এ কাজে হাত দেওয়ায় কোন সার্থকতা নেই।

অশুদ্ধ ঃ পড়াশুনায় তোমার মনযোগীতা দেখিতেছি না।
শুদ্ধ ঃ পড়া শোনায় তোমার মনোযোগী দেখছি না।

অশুদ্ধ ঃ এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।
শুদ্ধ ঃ এমন অসহ্য বা অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।

অশুদ্ধ ঃ আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখিলাম।
শুদ্ধ ঃ আমি আপনার অবগতির জন্য এই সংবাদ লিখলাম।

অশুদ্ধ ঃ এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ ঃ এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

অশুদ্ধ ঃ আমি ও আমার চাচা ঢাকায় গেছেন।
শুদ্ধ ঃ আমার চাচা ও আমি ঢাকায় গিয়েছি।

অশুদ্ধ ঃ মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।
শুদ্ধ ঃ মাতৃহীন শিশুর কি দুঃখ !

অশুদ্ধ ঃ বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
শুদ্ধ ঃ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অশুদ্ধ ঃ আমি তোমাকে অন্তরের অন্তস্থল হইতে ধন্যবাদ দিলাম।
শুদ্ধ ঃ আমি তোমাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

অশুদ্ধ ঃ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।
শুদ্ধ ঃ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

অশুদ্ধ ঃ সন্মান, সান্তনা, প্রতিযোগীতা, জাতী, মুহুর্ত, সমিচিন ইত্যাদি শব্দগুলি আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারে না।

শুদ্ধ ঃ সম্মান, সান্ত্বনা, প্রতিযোগিতা, জাতি, মুহূর্ত, সমীচীন ইত্যাদি শব্দ আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রী শুদ্ধ করে লিখতে পারে না।

অশুদ্ধ ঃ বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে সকলেরই মনযোগী হওয়া উচিত।
শুদ্ধ ঃ বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে সকলেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

অশুদ্ধ ঃ শেষ মুহূর্তের গোলে আমরা জিতেছি।
শুদ্ধ ঃ শেষ মুহূর্তের গোলে আমরা জিতেছি।

অশুদ্ধ ঃ দারিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।
শুদ্ধ ঃ দরিদ্রতার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।
দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে।

অশুদ্ধ ঃ তোমরা আমার জন্য যা করলে আমি চিরদিন মনে রাখিব।
শুদ্ধ ঃ তোমরা আমার জন্য যা করলে আমি চিরদিন মনে রাখব।

অশুদ্ধ ঃ তিনি শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন।
শুদ্ধ ঃ তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন।

অশুদ্ধ ঃ অঙ্ক কষিতে ভুল করিও না ; প্রতীযোগিতায় অংশগ্রহণ বাঞ্চনীয় ; সকল ছাত্ররাই মনোযোগী হয় না ; ইহাদের মুখে ভাষা দিতে হবে ; মধ্যহ্নে আসিয়াছি অপরাহ্নে যাব ; দেশবাসীর স্বাক্ষর করা দরকার।

শুদ্ধ ঃ অঙ্কে ভুল করো না ; প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয় ; সকল ছাত্রই মনোযোগী হয় না ; এদের মুখে ভাষা দিতে হবে ; মধ্যাহ্নে এসেছি অপরাহ্নে যাব ; দেশবাসীকে সাক্ষর করা দরকার।

অশুদ্ধ ঃ এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। সশঙ্কিতচিত্তে সে বলিল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। তাহার উদ্ধতপুর্ণ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াছি। অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য। স্বার্থকতা লাভের জন্য সকলের সহযোগীতা আবশ্যক।

শুদ্ধ ঃ এটি লজ্জাকর ব্যাপার। শঙ্কিতচিত্তে সে বলল। আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। তার উদ্ধত ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছি। অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য। সার্থকতা লাভের জন্য সকলের সহযোগিতা আবশ্যক।

অশুদ্ধ ঃ আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি।
শুদ্ধ ঃ আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।

অশুদ্ধ ঃ আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।
শুদ্ধ ঃ আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।

অশুদ্ধ ঃ আমি বড় অপমান হইয়াছি।
শুদ্ধ ঃ আমি বড় অপমানিত হয়েছি।

অশুদ্ধ ঃ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
শুদ্ধ ঃ আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অশুদ্ধ ঃ বৃক্ষটি সমুলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।
শুদ্ধ ঃ বৃক্ষটি মূলসহ বা সমূল উৎপাটিত হয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ এই কলেজে যে কয়জন শিক্ষক আছেন, তাহার মধ্যে অধ্যাপক আসলামই শ্রেষ্ঠ।
শুদ্ধ ঃ এই কলেজে যে কয়জন শিক্ষক আছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আসলামই শ্রেষ্ঠ।

অশুদ্ধ ঃ আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
শুদ্ধ ঃ আবশ্যক ব্যয়ে কাপর্ণ্য অনুচিত।

অশুদ্ধ ঃ কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়াছেন।
শুদ্ধ ঃ কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।

অশুদ্ধ ঃ তাহার রৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।
শুদ্ধ ঃ তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ অথবা, তার বৈমাত্র ভাই অসুস্থ।

অশুদ্ধ ঃ আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ ঃ আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।

অশুদ্ধ ঃ ঘটনাটি শুনিয়া গ্রামবাসী আশ্চর্য হইয়া গেল।
শুদ্ধ ঃ ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল।

অশুদ্ধ ঃ তোমার কথা শুনিয়া চমৎকার হইলাম।
শুদ্ধ ঃ তোমার কথা শুনে চমৎকৃত হলাম।

অশুদ্ধ ঃ এ বৎসর বর্ষার জল বড় বৃদ্ধি হইয়াছে।
শুদ্ধ ঃ এই বৎসর বর্ষার জল বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে অথবা, এ বছর বর্ষার জল বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ সভায় অনেক ছাত্রগণ আসিয়াছিল।
শুদ্ধ ঃ সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।

অশুদ্ধ ঃ তাঁহারা সকলেই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিবেন।
শুদ্ধ ঃ তাঁহারা সকলেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবেন।

অশুদ্ধ ঃ আমি তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই।
শুদ্ধ ঃ আমি তার দেখা পাইনি অথবা, আমি তাহার সাক্ষাৎকার পাই নাই।

অশুদ্ধ ঃ আমার কথা শেষে সত্য প্রমাণ হইল।
শুদ্ধ ঃ আমার কথা শেষে সত্য প্রমাণিত হল।

অশুদ্ধ ঃ বিদ্বান লোকেরা মনে করেন আমাদের ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি ধরে অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যাথা, আকাংখা, মূহুর্ত, প্রতিযোগীতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি বানানে ভূল করে।

শুদ্ধ ঃ বিদ্বান লোকেরা মনে করেন যে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা রাজনীতি ধরে অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, প্রতিযোগিতা, দরিদ্রতা (বা, দারিদ্র্য) ইত্যাদি বানানে ভুল করে।

অশুদ্ধ ঃ অন্ন্যাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
শুদ্ধ ঃ অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।

অশুদ্ধ ঃ আগামী কাল থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা শুরু হইবে।
শুদ্ধ ঃ আগামীকাল থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

অশুদ্ধ ঃ দারিদ্র মধুসুদনের শেষ জীবন ঘিরিয়া ফেলেছিল।
শুদ্ধ ঃ দারিদ্র্য মধুসূদনের শেষ জীবন ঘিরে ফেলেছিল।

অশুদ্ধ ঃ অগ্নিবীনা কাব্যটি পড়িয়া দেখেছ কি ?
শুদ্ধ ঃ 'অগ্নিবীণা' কাব্যটি পড়ে দেখেছ কি ?

অশুদ্ধ ঃ সেখানে গেলে তুমি অপমান হইবে। সূর্য এখনও উদয় হয় নাই। একটা গোপন কথা বলি। আমি সাক্ষী দিব না। এ কথা প্রমাণ হইয়াছে। সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।

শুদ্ধ ঃ সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে। সূর্য এখনও উদিত হয়নি। একটা গোপনীয় কথা বলি। আমি সাক্ষ্য দিব না। একথা প্রমাণিত হয়েছে। সমুদয় সভ্য এসেছেন।

অশুদ্ধ ঃ প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে।
শুদ্ধ ঃ প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ দুরাদৃষ্টবশতঃ তিনি দরিদ্রতায় পতিত হইয়া বিপন্ন হয়েছেন।
শুদ্ধ ঃ দুরদৃষ্টবশত তিনি দরিদ্রতায় পতিত হয়ে বিপন্ন হয়েছেন।

অশুদ্ধ ঃ কৃশাঙ্গিনী মেয়েটি পরিশ্রম করতে পারে না।
শুদ্ধ ঃ কৃশাঙ্গী মেয়েটি পরিশ্রম করতে পারে না।

অশুদ্ধ ঃ বিদ্রোহী কবির অগ্নিবিনা কাব্য পড়িয়াছ কি ?
শুদ্ধ ঃ বিদ্রোহী কবির 'অগ্নিবীণা' কাব্য পড়েছ কি ?

অশুদ্ধ ঃ আমি এই ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করিয়াছি।
শুদ্ধ ঃ আমি এই ঘটনা চাক্ষুস দেখেছি।
আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

অশুদ্ধ ঃ পড়াশোনায় তোমায় মনযোগীতা দেখি না।
শুদ্ধ ঃ পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ দেখি না।

অশুদ্ধ ঃ বিপদ থেকে সতর্কিত থাকিও।
শুদ্ধ ঃ বিপদ থেকে সতর্ক থেক।

অশুদ্ধ ঃ মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
শুদ্ধ ঃ মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

অশুদ্ধ ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।
শুদ্ধ ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি সকলের সহানুভূতি ছিল।

অশুদ্ধ ঃ গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে।
শুদ্ধ ঃ গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নয়।

অশুদ্ধ ঃ বিপদগ্রস্থ হয়ে তিনি আজ এসেছিলেন।
শুদ্ধ ঃ বিপদগ্রস্ত হয়ে তিনি আজ এসেছিলেন।

অশুদ্ধ ঃ ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।
শুদ্ধ ঃ ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

অশুদ্ধ	**শুদ্ধ**
জোগান	যোগান
শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
স্তুপ	স্তূপ
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
শাশ্বতি	শাশ্বতী
মনযোগ	মনোযোগ
পীপীলীকা	পিপীলিকা

অশুদ্ধ ঃ আশা করি তুমি আরোগ্য হইয়াছ।
শুদ্ধ ঃ আশা করি তুমি আরোগ্য লাভ করেছ।

অশুদ্ধ ঃ বিবিধ প্রকার জিনিস দেখিলাম।
শুদ্ধ ঃ অনেক প্রকার জিনিস দেখলাম।

অশুদ্ধ ঃ বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
শুদ্ধ ঃ বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

অশুদ্ধ ঃ ঘর পোড়া গরু সিদুঁরে আম দেখিলে ভয় পায়।
শুদ্ধ ঃ ঘর পোড়া গরু সিদুঁরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

অশুদ্ধ ঃ সকল বালিকাগণ বাগানে গেল।
শুদ্ধ ঃ সকল বালিকা বাগানে গেল।

অশুদ্ধ ঃ উৎপন্নের বৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রম প্রয়োজন।
শুদ্ধ ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর শ্রম প্রয়োজন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিজ্ঞান	বিজ্ঞান
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
পুরষ্কার	পুরস্কার
মধূসূধন	মধুসূদন
অধিন	অধীন
মনযোগ	মনোযোগ
ব্যাবহার	ব্যবহার
রবীঠাকুর	রবিঠাকুর
সৌজন্যতা	সৌজন্য

অশুদ্ধ ঃ পরিশ্রমে তার শারিরিক অবস্থা শোচনীয়।
শুদ্ধ ঃ পরিশ্রমে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।

অশুদ্ধ ঃ বিগত পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে।
শুদ্ধ ঃ আগামী পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য সে চেষ্টা করছে।

অশুদ্ধ ঃ কর না কেন তুমি যত পরিশ্রম, থাকুক না কেন তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি, পারিবে না তুমি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিতে কিছুতেই সুরেশের সঙ্গে।

শুদ্ধ ঃ তুমি যতই পরিশ্রম কর না কেন, আর তোমার যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক না কেন, তুমি পরীক্ষায় কিছুতেই সুরেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

অশুদ্ধ ঃ সে ক্রমাগতঃ লিখিয়া যাইতেছে, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে শত শত বর্ণশুদ্ধি ঘটিতেছে, তথাপিও সে এত অসাবধান যে, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। তাহার মাতা নিতান্ত দূরাবস্থা ও অনাটনের মধ্যে পুত্রদের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দূরাদৃষ্টবশতঃ এতগুলি পুত্রদের একটিও মানুষ হইল না। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আকাশ-কুসুমের মত নিভিয়া গেল।

শুদ্ধ ঃ সে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছে, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে শত শত বর্ণাশুদ্ধি ঘটছে, তথাপি সে এত অসাবধান যে, তার প্রতি তার দৃষ্টি নেই। তার মা নিতান্ত দুরবস্থা ও অনটনের মধ্যে পুত্রদের ব্যয়নির্বাহ করেছেন, কিন্তু তাঁর দুরদৃষ্টবশত এতগুলো পুত্রের একটিও মানুষ হল না। এ অবস্থায় তাঁর সমস্ত আশা ভরসা আকাশ কুসুমের মত বিলীন হয়ে গেল।

অশুদ্ধ ঃ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংস্পর্শ বর্জন করিবে। তাহার নির্দোষ প্রমাণ করিতে সকলেই উদগ্রীব। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহার বুদ্ধি ভ্রংস ঘটিল। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে কে হস্তার্পন করিবে ?

শুদ্ধ ঃ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংস্পর্শ বর্জন করবে। তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সকলেই উদগ্রীব। কৌতূহলের বশবর্তী হওয়ায় তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটল। প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে কে হস্তার্পণ করবে ?

অশুদ্ধ ঃ আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তাহারা ত সচেষ্টিত নহেই বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাহারা যেন সবাই ভুল করার প্রতিযোগীতায় নেমেছে।

শুদ্ধ ঃ আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার জন্য তারা চেষ্টা ত করেই না, বরং অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা সবাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

অশুদ্ধ ঃ আশা করি ভাল আছ তুমি।
শুদ্ধ ঃ আশা করি তুমি ভাল আছ।

অশুদ্ধ ঃ সবিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে।
শুদ্ধ ঃ সবিনয় নিবেদন এই যে।
বিনয়পূর্বক নিবেদন এই যে।

অশুদ্ধ ঃ পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির।
শুদ্ধ ঃ পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

অশুদ্ধ ঃ আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্যতা।
শুদ্ধ ঃ আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্য।
অশুদ্ধ ঃ সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনী-নির্ধনী সকলেরই একরূপ।
শুদ্ধ ঃ সুখ-দুঃখের অনুভূতি ধনীনির্ধন সকলেরই একরূপ।

অশুদ্ধ ঃ শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
শুদ্ধ ঃ অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসতে পারিনি ।
অথবা, শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি গতদিন আসিতে পারি নাই।

অশুদ্ধ ঃ অন্যায়ের প্রতিফল দুর্ণিবার্য।
শুদ্ধ ঃ অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার।

অশুদ্ধ ঃ অভাবগ্রস্থ ছেলেটি তাহার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করিল।
শুদ্ধ ঃ অভাবগ্রস্ত ছেলেটি তার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করল।

অশুদ্ধ ঃ সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে।
শুদ্ধ ঃ সর্ববিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।

অশুদ্ধ ঃ মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।
শুদ্ধ ঃ মেয়েটি সুকেশা এবং সুহাসিনী।

অশুদ্ধ ঃ কুপুরুষের মত কথা বলছ কেন?
শুদ্ধ ঃ কাপুরুষের মত কথা বলছ কেন?

অশুদ্ধ ঃ আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদ্যানও বটে।
শুদ্ধ ঃ আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা তেমনি বিদুষীও বটে।

অশুদ্ধ ঃ হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।
শুদ্ধ ঃ চরিত্রহীন লোক পশ্বাধম।

অশুদ্ধ ঃ তোমার কথা তোমার আম্মা বলেন আমাকে সর্বদাই।
শুদ্ধ ঃ তোমার আম্মা সর্বদাই আমাকে তোমার কথা বলেন।

অশুদ্ধ ঃ একের লাঠি দশের বোঝা।
শুদ্ধ ঃ দশের লাঠি একের বোঝা।

অশুদ্ধ ঃ ইদানীং অবকাশ নেই।
শুদ্ধ ঃ ইদানিং অবকাশ নেই।

অশুদ্ধ ঃ বাংলাদেশে নানাবিধ পক্ষীগণ দেখা যায়।
শুদ্ধ ঃ বাংলাদেশে নানাবিধ পক্ষী দৃষ্ট হয় অথবা, বাংলাদেশে নানারকম পাখি দেখা যায়।

অশুদ্ধ ঃ সব মাছগুলোর দাম কত ?
শুদ্ধ ঃ সব মাছের দাম কত ?

অশুদ্ধ ঃ ছেলেটি বংশের মাথায় চুন কালি দিল।
শুদ্ধ ঃ ছেলেটি বংশের মুখে চুন কালি দিল।

অশুদ্ধ ঃ তাহার **কথা** আমার স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।
শুদ্ধ ঃ তার **কথা** আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকবে।

অশুদ্ধ ঃ তোমার কঠোর বাক্যে সে মনোকষ্ট পাইয়াছে।
শুদ্ধ ঃ তোমার কঠোর বাক্যে সে মনঃকষ্ট পেয়েছে।

অশুদ্ধ ঃ দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেন নাই।
শুদ্ধ ঃ দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেন নি।

অশুদ্ধ ঃ ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম।
শুদ্ধ ঃ ব্যাকুল চিত্তে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম।

অশুদ্ধ ঃ এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটিবে তাহা কদাপিও কেহ ভাবে নাই।
শুদ্ধ ঃ এমন লজ্জাকর ব্যাপার **যে** ঘটবে তা কখনও কেউ ভাবেনি।

অশুদ্ধ ঃ নিন্দুক ব্যক্তি সকল দেশেই আছে।
শুদ্ধ ঃ নিন্দক সকল দেশেই আছে।

অশুদ্ধ ঃ যশ লাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্খা খুব বেশি।
শুদ্ধ ঃ যশোলাভ করার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি অথবা, তার যশোলিপ্সা খুব বেশি।

অশুদ্ধ ঃ আইনানুসারে তিনি একাজ করিতে পারেন না।
শুদ্ধ ঃ আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না।

অশুদ্ধ ঃ তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
শুদ্ধ ঃ তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।

অশুদ্ধ ঃ তুমি, করিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব।
শুদ্ধ ঃ করিম, তুমি ও আমি আজ পড়তে যাব।

অশুদ্ধ ঃ এবার যখন মেলায় যাচ্ছিলুম আমি, তখন হঠাৎ কাল হয়ে উঠল মেঘ এবং হয়ে গেল বৃষ্টি এক পশলা।
শুদ্ধ ঃ এবার যখন আমি মেলায় যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ মেঘ কাল হয়ে উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

অশুদ্ধ ঃ মনে করেছিলুম লোকটা খুবই ধার্মিক, এখন দেখছি বাঁশবনের বাঘ।
শুদ্ধ ঃ মনে করেছিলাম, লোকটা খুবই ধার্মিক, এখন দেখছি তুলসী বনের বাঘ।

অশুদ্ধ ঃ কত দেশ কত তীর্থ ঘুরিলাম, কই হৃদয়ের মানুষ তো পাইলাম না।
শুদ্ধ ঃ কত দেশ কত তীর্থ ঘুরলাম, কই মনের মানুষ তো পেলাম না।

অশুদ্ধ ঃ আকাশে যেন সূর্যের মেলা বসেছে।
শুদ্ধ ঃ আকাশে যেন চাঁদের হাট বসেছে।

অশুদ্ধ ঃ দশ চক্রে ঈশ্বর ভূত।
শুদ্ধ ঃ দশ চক্রে ভগবান ভূত।

অশুদ্ধ ঃ যেমন বুনো কচু তেমনি বাঘা তেঁতুল।
শুদ্ধ ঃ যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

অশুদ্ধ ঃ আমি কারও সাতেও থাকি না সতেরতেও থাকি না।
শুদ্ধ ঃ আমি কারও সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

অশুদ্ধ ঃ সারা জীবন ভূতের মজুরী খেটে মরলাম।
শুদ্ধ ঃ সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

অশুদ্ধ ঃ সে পূর্বাহ্নে আসিয়া মধ্যাহ্ন কাটাইয়া অপরাহ্নের পর সায়াহ্নে চলিয়া গেল।
শুদ্ধ ঃ সে পূর্বাহ্নে এসে মধ্যাহ্ন কাটিয়ে অপরাহ্নের পর সায়াহ্নে চলে গেল।

অশুদ্ধ ঃ এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বল্লেন, তোমরা ম্যাট্রিক পাশ করে আসিলে কি করে ? মূহূর্ত, মনির্ষী, দন্ধ, ব্যাদনা, বেবধান, নুপুর, বানিজ্য, স্বরস্বতী, উচ্ছাস, উজ্জ্বল ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভূল কর। মনে রাখিও এই সমস্ত ভূলের জন্য তোমাদের মাপ করা হবে না।

শুদ্ধ ঃ এবার শিক্ষক মহোদয় আমাদের ওপর রেগে গেছেন। সেদিন বললেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাশ করে এলে কি করে ? মুহূর্ত, মনীষী, দ্বন্দ্ব, বেদনা, ব্যবধান, নূপুর, বাণিজ্য, সরস্বতী, উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ, এই সব ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হবে না।'

অশুদ্ধ ঃ মাথার উপরে উরিয়া যাচ্ছে পাখিরা। ওড়া নিড়ে ফিরিতেছে। আমিও ঘড়ে ফিরিতে চাহি। এখন দৌড়াদোড়ি করিয়া বাসে চেপে বাসায় ফিরলে সন্ধ্যার ওই রূপতো আর দেখিতে পাব না। এই অবস্থায় কি যে করি ভেবে পাইতেছি না।

শুদ্ধ ঃ মাথার ওপরে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। ওরা নীড়ে ফিরছে। আমিও ঘরে ফিরতে চাই। এখন দৌড়াদৌড়ি করে বাসে চেপে বাসায় ফিরলে সন্ধ্যার এই রূপ তো আর দেখতে পাব না। এ অবস্থায় কী যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

অশুদ্ধ ঃ শষীভূশনের মেয়ে সুকেশীনি উড়োজাহাজের আবিস্কারকের নাম পরিস্কাররূপে বলিতে না পারায় পুরস্কারটি হারাইল।

শুদ্ধ ঃ শশিভূষণের মেয়ে সুকেশা উড়োজাহাজের আবিস্কারকের নাম পরিস্কাররূপে বলতে না পারায় পুরস্কারটি হারাল।

অশুদ্ধ ঃ তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়।
শুদ্ধ ঃ তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।

অশুদ্ধ ঃ যথা সময়ে কাজ না করায় শেষে চক্ষুতে হলুদের ফুল দেখিতে লাগলাম।
শুদ্ধ ঃ যথা সময়ে কাজ না করায় চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম।

অশুদ্ধ ঃ বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হইল।
শুদ্ধ ঃ বাজীকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা প্রফুল্ল হল।

অশুদ্ধ ঃ মাহমুদ জব্বারকে বললো যে, তুমি নদীর ধারে বেড়াতে যাবে বলে এসেছ ?
শুদ্ধ ঃ মাহমুদ জব্বারকে বলল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াতে যাবে বলে এসেছ ?"

অশুদ্ধ ঃ বিশেষ আমি যে লুঙ্গিখানি পড়েছিলাম তাহা এত ময়লা ছিল যে তা নিয়ে বাইরে যাইতে সাহস হয় নাই।

শুদ্ধ ঃ বিশেষত আমি যে লুঙ্গিখানা পরেছিলাম তা এত ময়লা ছিল যে তা নিয়ে বাইরে যেতে সাহস হয়নি।

অশুদ্ধ ঃ উপলব্দি, সদ্যজাত, স্ফুরণ, লক্ষ্যণীয়, শুশ্রুসা, সামর্থ, আকাঙ্খা, ষ্টেডিয়াম, সর্বাদিক, স্তুপ, মুর্ধন্য, সমিচীন, স্বান্তনা, অবিদ্রিশ্যকারিতা।

শুদ্ধ ঃ উপলব্ধি, সদ্যোজাত, স্ফুরণ, লক্ষণীয়, শুশ্রূষা, সামর্থ্য, আকাঙ্ক্ষা, ষ্টেডিয়াম, সর্বাধিক, স্তূপ, মূর্ধন্য, সমীচীন, সান্ত্বনা, অবিমৃশ্যকারিতা।

অশুদ্ধ ঃ অনুকরন চুরি ; সিকরন চুরি নয়। মানুষের সমস্থ বড় বড় সভ্যতা এই শক্তির প্রভাবেই পূর্ন মাহাত্ত লাভ করেছে।

শুদ্ধ ঃ অনুকরণ চুরি , স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত বড় সভ্যতা এই শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে।

অনুশীলনী

১। যে-কোন **ছটি** বাক্য শুদ্ধ করে লেখ ঃ

সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।
নদীর জল হ্রাস হয়েছে।
আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি।
এ কথা প্রমাণ হয়েছে।
আমার এ পুস্তকের কোন আবশ্যক নেই।
পরবর্তীতে আপনি আসবেন।
সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।
ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চর্য হয়ে গেল।
সে অপমান হয়েছে।

২। নিচের যে-কোন ছয়টি বাক্য শুদ্ধ কর ঃ

তিনি আরোগ্য হয়েছেন।
সেখানে গেলে তুমি অপমান হইবে।
একটি গোপন কথা বলি।
আমি সাক্ষী দিব না।
একথা প্রমাণ হযেছে।
সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।
তিনি স্বস্ত্রীক নিউ মার্কেট গিয়াছেন।
পড়াশোনায় তোমার মনোযোগীতা দেখিতেছি না।

৩। বানান ও ভাষারীতি শুদ্ধ কর ঃ

শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। এ ছেলে প্রথম বিভাগে পাশ করিল কিভাবে ? চিঠিতে ব্যাথা, মনযোগ, সন্মান, মূহুর্ত, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি বানান অশুদ্ধ।

৪। বানান ও ভাষারীতি শুদ্ধ কর ঃ

মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন। দৈন্যতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে। বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। রবী ঠাকুরের গীতাঞ্জলী বিখ্যাত কাব্য। আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ দিলাম।

৫। বানান ও ভাষারীতি শুদ্ধ কর ঃ

মিতার চিঠি দেখে বিস্মিত হইলেন। চিঠিতে সম্মানসূচক কোন সম্ভোদন নাই। ব্যাথায় মন বিগলিত হলো। মুহূর্তের মধ্যে লেখাপড়ায় দুরাবস্থার কথা তিনি বুঝতে পারিলেন।

৬। শুদ্ধ করে লেখ (যে কোন ছয়টি) ঃ

দুরাবস্থা, পাসান, অত্যান্ত, আসার মাস, বিষেশত, সম্ভাশন, প্রসংশনীয়, অশ্রুজল, রবিন্দ্র, দারিদ্রতা।

৭। যে কোন ছয়টি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ ঃ

এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার।

সকল বালিকাগণ বাগানে গেল।

পরিশ্রমে তার শারিরীক অবস্থা শোচনীয়।

সশঙ্কিতচিত্তে সে বলিল।

আশা করি তুমি আরোগ্য হইয়াছ।

বিপদগ্রস্তকে সাহায্য কর।

বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।

ভুল কোর না।

বিগত পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে।

৮। শুদ্ধ করে লেখ যে কোন ছয়টি।

আমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছি।

আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।

দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়াছে।

তিনি আরোগ্য হইয়াছে।

তিনি তোমাব বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।

উপরুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।

নূতন নূতন ছেলেগুলি স্কুলে বড় উৎপাত করছে।